২৭

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ ইংরেজী শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা নাকি বলতেন, "আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপর ইংরেজী শেখার পত্তন।" কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। কেননা, বাংলা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষার প্রাধান্যই আগে। তারপর অন্যসব ভাষার। যে কোন ভাষা জানা বা ঐ ভাষায় জ্ঞান অর্জন করা নিঃসন্দেহে এক একটি সম্পদ। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এটি এমন একটি ভাষা যা না হলে বিশ্বের বহু দেশই অচল। কেবল বৈদেশিক যোগাযোগের জন্য নয় বরং উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্যও এ ভাষা আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে। তবে মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে নয়।

ইংরেজী ভাষা শিখবার ও শেখাবার জন্য আমাদের দেশে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বিভিন্ন আকর্ষণীয় নামে কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। যারা এসব প্রতিষ্ঠান খুলেছেন এবং যারা এসব প্রতিষ্ঠানে তাদের ছেলেমেয়ে ভর্তি করিয়েছেন তারা নিজেদেরকে এক ধরনের উন্নাসিক ও অভিজাত বলে মনে করেন। দেশের সরকার কর্তৃক পরিচালিত ও প্রচলিত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে চলেছেন। ভাবখানা এই যে, এসব স্কুলের সিলেবাসে তাদের ছেলেমেয়েরা তথাকথিত মহাপণ্ডিত হতে পারবে। অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করছে তাদের অবস্থা হচ্ছে 'ধোবী কা গাধা, না ঘরকা না ঘাটকা'র মত। না তারা তাদের অতি আদরের ধন ইংরেজী শিখতে পারছে না বাংলা ও অন্যান্য পাঠ্য বিষয়।

কিছু চমক সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান আছে ইংরেজীতে কথা বলা শেখাবার জন্য। ভাবতে আশ্চর্য লাগে একটা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করে সেই ভাষায় কয়টা কথা মুখস্থ শেখা যায়, আর বাস্তবে তা কি কাজে লাগে? এটা কি সেই বহুল প্রচলিত Yes, NO, Very good' শেখার মত নয়?

সমাজের লোকের মানসিকতা এমন হয়ে গেছে যে, কথায় কথায় ইংরেজী বোল ঝাড়তে না পারলে কুলীন হওয়া যায় না তা শুদ্ধ হোক আর অশুদ্ধ হোক। আমাদের আপত্তি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি নয়, ইংরেজী মানসিকতার প্রতি। আমাদের মাতৃভাষা ও জাতীয়তাবোধের বিরোধিতার প্রতি এসবের উপেক্ষা ও অবহেলার প্রতি। সুতরাং ইংরেজী এলার্জি বাদ দিয়ে আসুন, আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সশ্রদ্ধায় মাথায় রেখে কেবল ইংরেজী কেন ইচ্ছা করলে পৃথিবীর যে কোন ভাষা শিক্ষায় আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

—মোঃ আমির শামসী,
এম কম (ব্যবস্থাপনা),
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়,
সাং- ১২৭, লালবাগ রোড,
/ ঢাকা।